দারসে কুরআন সিরিজ-১৯

সূরা ইখলাসের হাকিকত

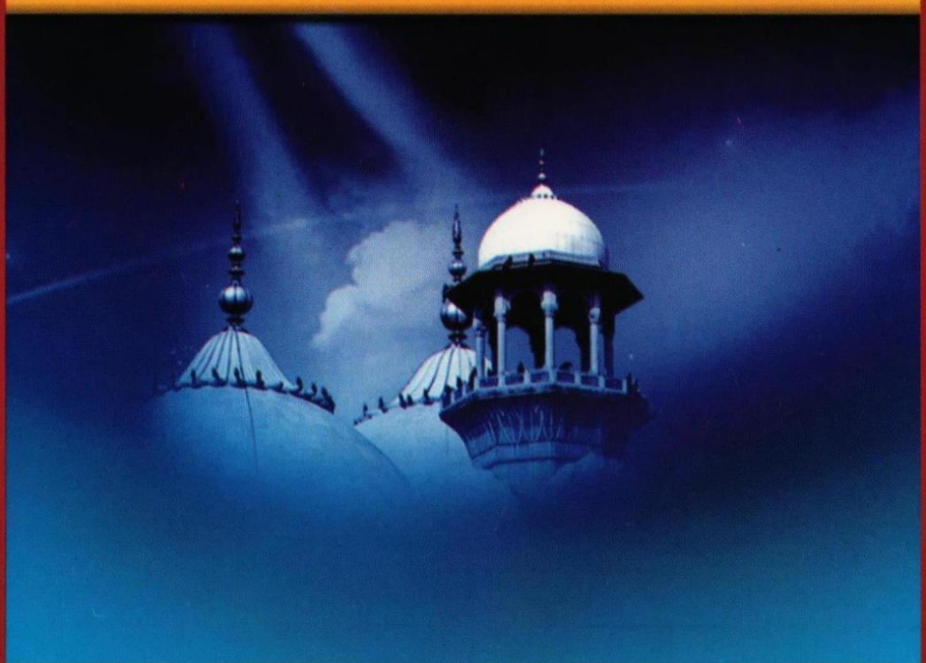

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-১৯

সূরা ইখলাসের হাকীকত

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা ইখলাসের হাকীকত
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম সংস্করণ ঃ জুন, ১৯৮৯
পঁচিশতম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৪

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশদাশ লেন,
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীক্রম

প্রথম অধ্যায়

০১.	তাওহীদ	০৫
০৩.	আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহ	০৬
০৪.	আল্লাহর একত্ববাদ বিরোধী বিভিন্ন জাতির ধারণা	০৭
০৫.	নামকরণ	০৯
০৬.	সাতটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর	১১
০৭.	খাঁটি ইবাদাতের পূর্বশর্ত	২১
০৮.	'ইবাদাত'-এর দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য	২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

০৯	শিরক্	২৪
১০.	মুশরিক চেনার সহজ পদ্ধতি	২৮
১১.	আল-কুরআনে قُلْ (বলো) শব্দের ব্যবহারের তালিকা	৩১

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

'নির্ভেজাল ইবাদাত' কিভাবে হতে পারে এ সম্পর্কে সূরা ইখলাসের মধ্যে চূড়ান্ত কথা এসে গেছে। আল-কুরআনে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। যথা ঃ

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটির একটি অর্থাৎ 'তাওহীদ' সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা এ সূরায় এসে গেছে বলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সূরা–"ইখলাস আল-কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।"

কারো মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে, দারসে কুরআন সিরিজের মধ্যে এটা এক বা দুই নম্বরে আসা উচিত ছিল।

আমারও মনে এ বিষয়টি পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখেছিলাম, এটা আল-কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা। এর পূর্বে আরো সূরা এসেছে। নাযিল হওয়ার দিক থেকেও এটা প্রথম বা দ্বিতীয় নয়। এর কারণ এ সূরার মধ্যে ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করে নেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ যা কড়া নির্দেশ জারি করেছেন তা মেনে নেয়ার জন্য মনকে পূর্বেই কিছুটা তৈরি করে নেয়া দরকার। তাই তদোপযোগী কিছু আলোচনা পূর্ব সিরিজগুলিতে করা হয়েছে। আশা করি এখন সূরা ইখলাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে মনে আর কোনো প্রশ্ন জাগবে না।

ইতি –

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ * اَللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ لا وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ *

অনুবাদ ঃ বলো (হে নবী) সেই আল্লাহ একক (ও অদ্বিতীয় সত্তা)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন মৌলিক সত্তা), তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারো সন্তান নন। আর কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।

শব্দার্থ ঃ قُلْ – বল। هُوَ – তিনি। اللّٰهُ – আল্লাহ। اَحَدٌ – একক সত্তা। اَلصَّمَدُ – অমুখাপেক্ষী। لَمْ يَلِدْ – তাঁর কোনো সন্তান নেই। وَ – এবং। لَمْ يُوْلَدْ – অমুখাপেক্ষী। لَمْ يَلِدْ – তিনি যাত নন। অর্থাৎ তিনি কারো সন্তান নন। وَلَمْ يَكُنْ – এবং নাই কোনো। لَّهٗ – তাঁর। كُفُوًا – সমকক্ষ। اَحَدٌ – কেউ।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ও কারণ

এটা মাক্কী সূরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দ্বীন প্রচার শুরু করেন তখন আরবের লোকেরা পূর্ব ধারণা মোতাবেক আল্লাহর পরিচয় জিজ্ঞেস করতে থাকে। কারোবা ধারণা এমন ছিল যে, আমাদের দেবতা তো পাথরের তৈরি। যদি মুহাম্মদের দেবতা আমাদের দেবতার চাইতে বেশি দামী হন তাহলে তা কি সোনা বা রূপার তৈরি?

তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতো, আপনার খোদা কি সোনা-রূপার তৈরি?

কারোবা ধারণা ছিল যে, আল্লাহর একটা বংশপরিচয় থাকতে হবে, যেমন শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণের বংশপরিচয় আছে কিংবা নমরূদ-ফেরাউন যারা খোদায়ীর

www.pathagar.com

দাবিদার ছিল তাদের বংশপরিচয় আছে। তেমনি মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহর কথা বলছেন তাঁরও কোনো বংশপরিচয় আছে। তাই তারা বলেছিল–

اُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার রবের বংশপরিচয় দিন।

এভাবে যখন বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে থাকে এবং আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা প্রকাশ হতে থাকে তখন এ সূরা নাযিল করে যাবতীয় ভ্রান্তি অপনোদন করা হয়।

আল্লাহ সম্পর্কে অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহ

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই, সকল নির্দেশদাতার নির্দেশের আওতা এক ধরনের হয় না। যেমন কোনো বাড়ির প্রধান ব্যক্তি যদি বলেন–'কেউ অশ্লীল ও বাজে গান শুনতে পারবে না', তাহলে এ নির্দেশ কার্যকর হতে পারে মাত্র তার নিজের বাড়ির মধ্যে। আর যদি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্দেশ দেন যে, 'আমার স্কুলের কোনো ছাত্র ধূমপান করতে পারবে না', তাহলে সে নির্দেশের আওতা তাঁর স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার বাইরে এ নির্দেশ কার্যকর হবে না। কোনো দেশের প্রেসিডেন্ট যদি নির্দেশ দেন যে, 'এদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো', তাহলে সে নির্দেশ কার্যকর হবে গোটা দেশের উপর। কিন্তু বাইরের দেশে তা প্রযোজ্য হবে না। আর যদি খোদ আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাহদের উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলেন, তাহলে সে কথা গোটা মানব জাতির জন্যই বলা হবে। আল্লাহ কোনো নির্দেশ দিলে সে নির্দেশ শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো বিশেষ জাতির উপর বর্তাবে না বরং তা বর্তাবে সারাবিশ্বের গোটা মানব জাতির উপর।

সুতরাং আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে এ সূরার মধ্যে যা বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে পৃথিবীর গোটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে। অতএব জানতে হবে এ সূরা যখন নাযিল হয় তখন পৃথিবীর কোন এলাকায় বা কোন জাতির মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে কী ধারণা ছিল। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ঐ সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে যত ধরনের ভুল ধারণা ছিল তার সব কিছুরই অপনোদন করা হয় সূরা ইখলাসের মাত্র ক'টি কথার মাধ্যমে।

এবার দেখা যাক পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে কি কি ধরনের ভুল ধারণা ছিল।

www.pathagar.com

আল্লাহর একত্ববাদ বিরোধী বিভিন্ন জাতির ধারণা

খ্রিস্টানদের ধারণা

খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম আল্লাহর স্ত্রী, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। তারা মনে করে এই বিশ্বাসেই বেহেশতে যাওয়া যাবে এবং বেহেশতে শুধু তারাই যাবে। তারা আরও মনে করতো, মানুষের জীবনের দুইটা অংশ ঃ ১. দুনিয়াদারী অংশ এবং ২. দ্বীনদারী অংশ। তারা মনে করতো মানুষ দুই মহাপ্রভুর অধীন, যথা ঃ ১. দুনিয়াদারী অংশের প্রভু রাষ্ট্রপ্রধান, আর ২. দ্বীনদারী অংশের প্রভু যিশু এবং পরে তার প্রতিনিধি পোপ, বিশপ, ফাদার ইত্যাদি। এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা।

ইহুদীদের ধারণা

ইহুদীরা মনে করে, যেকোনো মানুষ 'ইহুদী' হলেই সে পরিত্রাণ পাবে। তারা মনে করে হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র।

পারসিকদের ধারণা

পারস্যের অগ্নিপূজকদের ধারণা, আল্লাহ দুই জন। একজন খুব দয়ালু, তাঁর নাম 'আর-রহমান' আর অন্যজন খুবই নির্দয় ও কঠোর–পরকালে যাঁর অধীনে থাকতে হবে–তাঁর নাম 'ইয়াজ্‌দা'।

হিন্দুদের ধারণা

হিন্দুদের ধারণা ৩ জন বড় খোদা আছেন, তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। আর অন্যান্য ছোট ছোট সব খোদা মিলে ৩৩ কোটি হবে। তাদের মধ্যে পেশাভিত্তিক জাতি গড়ে ওঠে। যার ফলে পূজা ব্যবসায়ীরা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়লো অন্যান্য জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব তাদেরকে ভগবানে পরিণত করে ছেড়েছে।

এভাবে এক এক জাতির এক এক ভিন্নধর্মী ধারণা ছিল। তখন যত ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে ছিল প্রধানতঃ ৩টি কারণ। যথা ঃ

www.pathagar.com

১. আল্লাহর প্রত্যেক নবীই ছিলেন তাওহীদবাদী। তারা যেসব উদাহরণ দ্বারা মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন সেসব উদাহরণ বুঝতে ভুল করা। যেমন সূরা বাকারার ২০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন –

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا *

অর্থ ঃ অতএব তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো সেভাবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো, বরং তারচাইতেও অনেক বেশি স্মরণ করো (আল্লাহকে)।

এর থেকে কেউ ভুল বুঝলো যে, তাহলে আল্লাহকে সম্ভবতঃ পিতার মতো করে মানতে বলা হয়েছে। এই ভুলের কারণে একটা জাতি আল্লাহকে জগৎপিতা বলে মানতে শুরু করলো। এর থেকেই খ্রিস্টানদের Father (ফাদার) হলেন আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ!)।

নবীগণ হয়ত কখনোবা বলেছেন আল্লাহ মায়ের চাইতেও বেশি। ফলে আল্লাহকে 'মা দেবতা' বলে অনেকে মেনে নিলো। এর থেকেই জন্ম লাভ করলো মা দুর্গা, মা কালি ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ)।

আবার কেউবা মনে করলেন নারী জাতি যেমন কোমল হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহও তেমনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী। এজন্যই দেবের পরিবর্তে দেবীর আসন হলো উপরে। এগুলি ছিল এক ধরনের বিভ্রান্তি।

২. দ্বিতীয় বিভ্রান্তি ছিল এই যে, কিছু লোক মনে করতো একই সত্তার মধ্যে বহু গুণের সমাবেশ অসম্ভব। এদের এ ধারণার জবাবে অবশ্য আল-কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ১১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ * اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى *

অর্থ ঃ হে নবী! এই লোকদের বলো, তোমরা 'আল্লাহ' বলেই ডাকো কিংবা 'রহমান' বলেই ডাকো যে নামেই ডাকো না কেন, তাঁর জন্য সব ভালো ভালো নামই নির্দিষ্ট।

অর্থাৎ ভালো ভালো যত ধরনের গুণ আছে তা সব-ই আল্লাহর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

৩. তৃতীয় ভুল ধারণা হচ্ছে, একই সত্তার মধ্যে বিপরীতমুখী গুণের সমাবেশকে কোনো জাতি অসম্ভব বলে মনে করেছে। তাদের ধারণা, বাঘের মধ্যে যেমন বকরীর স্বভাব থাকতে পারে না তেমন বকরীর মধ্যেও বাঘের স্বভাব থাকতে পারে না। তাই তাদের ধারণা একই আল্লাহ একবার 'রহীম' ও 'রহমান' বা খুবই দয়ালু আবার আরেকবার 'জাব্বার' ও 'কাহ্হার' বা কঠোর ও রুদ্র রূপ এটা কি করে সম্ভব? এ জাতি দুই খোদা মানে। এক খোদাকে বলে 'ইয়াজ্দা' এবং অন্য খোদাকে বলে 'আর রহমান'। এদেরকে 'পারসিক' বলা হয়। এদের কোনো কোনো জাতি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর 'কন্যা' মনে করতো। এই ধরনের অনেক ভুল ধারণা ছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।

এ ধরনের আরো যত ধরনের ভুল ধারণা ছিল অর্থাৎ ৩৩ কোটি দেবতা মানা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত উজাইর আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর ছেলে' মানা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে তিন 'প্রধান খোদা' মানা, হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহর স্ত্রী' মনে করা ইতাদি ধরনের যত ভুল ধারণা ছিল আল্লাহ সম্পর্কে তার সবকিছুর-ই জবাব দেয়া হয়েছে এই সূরার মধ্যে। অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, পারসিক ও অন্যান্য সকল জাতিকে তথা পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

নামকরণ

আল-কুরআনের মোট ১১৪টি সূরার মধ্যে মাত্র ২টি সূরার নামকরণ করা হয়েছে এমন শব্দ দ্বারা যে শব্দ ঐ সূরার মধ্যে নেই। তার একটি 'সূরা ফাতিহা' এবং অন্যটি 'সূরা ইখলাস'। إِخْلَاصْ অর্থ খাঁটি করা। এই إِخْلَاصْ যে মূল শব্দ خَلْصٌ থেকে উৎপত্তি সেই একই মূল শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে– خَالِصٌ ـ خَالِصًا ـ مُخْلِصٌ ـ مُخْلِصُوْنَ ـ مُخْلِصِيْنَ ইত্যাদি শব্দ। যা আল-কুরআনের কয়েক স্থানে এসেছে। সূরা আন-নাহলের ৬৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– لَبَنًا خَالِصًا অর্থ খাঁটি দুধ। খাঁটি দুধ অর্থ হচ্ছে এমন দুধ যার মধ্যে দুধ ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই।

এ কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা যে, গরুর দুধ আমাদের জন্য হালাল, গো-চোনা আমাদের জন্য হারাম। যদি ২০ মণ হালাল দুধের সাথে এক ফোঁটা

www.pathagar.com

হারাম গো-চোনা মিশ্রিত হয়ে যায় তবে সে দুধ আর হালাল থাকে না। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহর ইবাদাত আমাদের জন্য ফরয, কিন্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদাত বা দাসত্ব, যাকে বলা হয় শেরেকী তা আমাদের জন্য বিষবৎ হারাম। সেই শেরেকী যদি আল্লাহর ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়, তবে সে ইবাদাতকে খাঁটি করে নেয়ার জন্য যে সূরা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার নামকরণ হয়েছে اِخْلَاص (ইখলাস) বা খাঁটি করা।

সুতরাং এ সূরার মর্মার্থ জেনে আমাদের ইবাদাতকে খাঁটি করে নেয়া দরকার। যদি এর সাথে শেরেকীর বিন্দুমাত্র কিছু যোগ হয়ে যায় তাহলে ইবাদাত আর খাঁটি থাকে না। ইবাদাত খাঁটি না হয়ে যদি ভেজাল হয়ে যায় তাহলে অবস্থা দাঁড়াবে তেমন-ই যেমন অবস্থা দাঁড়ায় ২০ মণ দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গো-চোনা মিশ্রিত হয়ে গেলে।

এখন প্রশ্ন, ইবাদাতকে খাঁটি করার অন্তরায় কি কি? ইনশাআল্লাহ এ ছোট্ট পুস্তিকার শেষাংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরার ৪টি আয়াতের মধ্যে রয়েছে ৪টি মৌলিক শিক্ষা এবং যে قُلْ (বলো) শব্দ দ্বারা সূরাটি শুরু করা হয়েছে সেই قُلْ শব্দের মধ্যেই রয়েছে কিছু লক্ষণীয় বিষয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, আল-কুরআনে যেখানেই قُلْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই ৭টি প্রশ্ন রয়েছে যে প্রশ্নগুলি সাধারণ জ্ঞানেই ধরা পড়বে এবং সাধারণ জ্ঞান থেকেই উত্তর মিলবে। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. কে বলছেন 'বলো'? ২. যাঁকে বলতে বলছেন তিনি কে? ৩. কাদেরকে বলতে বলছেন? ৪. কি বলতে বলছেন? এর গুরুত্ব কতটুকু? ৫. কেন বলতে বলছেন? কোন পরিস্থিতিতে বলতে বলছেন? ৬. বললে কি উপকার হবে? এবং না বললে কি ক্ষতি হবে? ৭. যা বলছেন তার উপর আমল করতে হবে কিভাবে?

এই قُلْ (বলো) শব্দ দ্বারা ৪টি সূরা নাযিল করা হয়েছে এবং ৪টি সূরাসহ মোট ৫৭টি সূরার মধ্যে ৩৩২ বার قُلْ শব্দ রয়েছে।

কোন্ সূরার মধ্যে কতবার قُلْ (বলো) শব্দটি রয়েছে তা এ সিরিজের শেষ দিকে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সাতটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর

১. এটা খোদ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের বাণী। সুতরাং এটাকে শুধু কথা মনে করলে চলবে না, এটাকে নির্দেশ মনে করতে হবে। আর নির্দেশটা হলো তাঁর যাঁর মেহেরবানীতে আমরা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি, যিনি আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা লালন-পালন করছেন। সর্বোপরি যাঁর দয়ায় আমরা বেঁচে আমি এবং যাঁর খাস্ মেহেরবানীতে আমরা ভালো-মন্দ বুঝার জ্ঞান লাভ করেছি, আর তাঁরই অশেষ মেহেরবানীতে আমরা মুসলমান হতে পেরেছি। যাঁর খুশি-অখুশির ওপর নির্ভর করে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন পরিত্রাণ বা শাস্তি। যাঁর নির্দেশের একবিন্দু পরিমাণ ব্যতিক্রম নেই সৃষ্টির কোথাও এটা তাঁরই নির্দেশ। তিনিই এ কথাগুলি বলে দিতে বলেছেন তাঁর বান্দাহদেরকে। আর খবরটা নিয়ে আসছেন আল্লাহর দরবার থেকে ফেরেশতাকুলপ্রধান হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। এসব কিছু স্মরণ রেখেই কথাটার গুরুত্ব দিতে হবে। না হলে আমাদের পরকালীন জীবন ধ্বংস হতে বাধ্য।

২. নির্দেশটা আসছে তাঁরই নিকট যাঁকে আল্লাহ শেষ জমানার শেষ রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাঁকে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বান্দাহদের নিকট তাঁর নির্দেশ পৌঁছে দেয়ার জন্য মনোনীত করেছেন, যাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য খোদ আল্লাহ বারবার নির্দেশ জারি করেছেন এবং যাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে এ জমানার বান্দাহদের মুক্তির একমাত্র উপায়।

সেই রাসূলের মর্যাদা এবং অধিকার বুঝানোর জন্য একটা কাছাকাছি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন আপনার কোনো আপনজন আসামী হয়ে ধরা পড়েছে। তার জামিনের জন্য একজন উকিল বা ব্যারিস্টারের মাধ্যমে দরখাস্ত পেশ করলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে। এখন বলুন এই জামিন মঞ্জুর করার অধিকার কার? কোনো উকিল বা ব্যারিস্টার যদি ম্যাজিস্ট্রেটের চাইতে বড় বিদ্বানও হন তবু তিনি জামিন মঞ্জুর করতে পারেন না। কারণ তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নন। আর ম্যাজিস্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করতে পারেন এই জন্য যে তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত।

ঠিক তেমনি যিনি আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত রাসূল একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে আসবে আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে আল্লাহর কথা মানুষকে বলে দেয়ার। এই জন্যই আল্লাহ তাঁকেই বলছেন যে, তুমি আমার

www.pathagar.com

কথাগুলি দুনিয়ার মানুষের কাছে বলে দাও। কিন্তু রাসূল ছাড়া আর যে কেউ হোন তা তিনি যত খ্যাতিসম্পন্নই হোন না কেন, এসে যদি বলেন যে, 'আমার কথা মানলে আল্লাহর কথা মানা হবে' তা মানা যাবে না। লেনিন, কার্লমার্কস, মাওসেতুং বা যেকোনো দেশের যেকোনো দামী ব্যক্তি হোক না কেন, তার কথা মানা যাবে না। বরং তার কথা মানলে সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

৩. বলতে বলেছেন কাদেরকে? বলছেন দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতিকে তা সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। আর তা শুধু ঐ জমানার লোকদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং তা হচ্ছে ঐ সময় থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকের জন্ম হবে তাদের প্রত্যেকের জন্যই প্রযোজ্য।

৪. বলতে বলেছেন আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে–ঐ সময় পর্যন্ত যত ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যত ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে তার প্রত্যেক ধরনের ভুল ধারণার অপনোদন করার জন্য। আল্লাহ-ই তাঁর নবীকে যে কথা এবং যুক্তির মাধ্যমে তা বলে দিতে বললেন তাহলো ঃ হে নবী, সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এ কথাগুলি বলে দাও যেন তারা তাওহীদ সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা পোষণ না করে। আর যে তাওহীদ বিশ্বাসের মধ্যে কোনো ধরনের ভেজাল থাকলে পরকাল বরবাদ হয়ে যাবে সে তাওহীদের গুরুত্ব যেন মানবজাতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

যে বুঝ এবং যে জ্ঞান পরকালের মুক্তির একমাত্র উপায় সেই বুঝ এবং সেই জ্ঞানের গুরুত্ব অন্যান্য সবকিছুর গুরুত্বের চাইতে বেশি।

৫. বলতে বলেছেন এই জন্য যে, মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে অনেক ধরনের ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এই ভুল যখন গোটা পৃথিবীতে ছেয়ে পড়েছে তখনই বলতে বলা হলো যেন মানুষ তাদের ভুলকে সংশোধন করে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, ভুল শুধু অমুসলমানদের মধ্যেই নয় বরং এ ভুল মুসলমানদের মধ্যেও ছিল এবং বর্তমানেও যে নেই তা বলা যাবে না। যা এ পুস্তিকার পুরো আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। কমপক্ষে খ্রিস্টানদের মতো আমাদের অনেকে যে জ্ঞানের অগোচরে দুই মহাপ্রভুতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি তা কারো অস্বীকার করার উপায় আছে?

৬. বলাতে যে উপকারটা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, কিভাবে তার ইবাদাত-বন্দেগীকে খাঁটি করে নিতে পারবে। আর না বললে মানুষ জীবনভর তার ধারণা মোতাবেক ইবাদাত করতো কিন্তু তা হয়ে

www.pathagar.com

যেত ভেজাল। ফলে তা বরবাদ হয়ে যেত। সুতরাং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বলা চলে যে, এটা বলে দেয়াতে আল-কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্যের এক-তৃতীয়াংশ হাসিল হয়ে গেছে এই সূরার ৪টি আয়াতের মাধ্যমে। সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সূরাটাকে আল-কুরআনের 'এক-তৃতীয়াংশ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৭. এই সূরার মূল ভাবার্থকে সামনে রেখে এর উপর আমল করতে হলে কয়েকটি কাজ করা লাগবে। যথা ঃ

(ক) আল্লাহর ইবাদাত আল্লাহরই জন্য খাস ও খাঁটি করে নিতে হবে।

(খ) ব্যক্তি পূজা, পীর-মুরশীদ পূজা, কবর পূজা, শক্তি পূজা ইত্যাদি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(গ) প্রত্যেক ব্যাপারে ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহর-ই উপর। মানুষ যখনই কোনো বিপদ মুহূর্তে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করে বসে তখনই তার আনুগত্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতিও কিছুটা বর্তে যায়। তখনই ইবাদাতে ভেজাল মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

(ঘ) আমরা যেন খ্রিস্টানদের মতো দুই প্রভুতে বিশ্বাসী না হয়ে পড়ি। যেমন তারা মনে করে জীবনের দুইটি অংশ ঃ ১. দুনিয়াদারী অংশ–যে অংশের প্রভু রাষ্ট্রপ্রধান। ২. দ্বীনদারী অংশ–যে অংশের প্রভু যিশুখ্রিস্ট ও তার প্রতিনিধি পোপ, বিশপ, ফাদার প্রমুখ।

তাদের বিশ্বাস যেমন দুই প্রভুতে তেমনি আনুগত্যও দুইদিকে। যথা ঃ ১. দুনিয়াদারী ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি, তা খোদাবিরোধী হলেও এবং ২. দ্বীনদারীর ব্যাপারে পোপ পলের প্রতি, তা আল্লাহর হুকুমবিরোধী হলেও।

খেয়াল রাখতে হবে যেন আমাদের তেমনটি না হয়ে যায়। একটি ব্যাপারে আমরা চিন্তা করতে পারি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যেখানে জন্মগ্রহণ করলেন যেখানে কুরআন নাযিল হচ্ছিল, যেখানে তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, যেখানে সাহাবীও ছিলেন, সেখানে কেন তিনি বাস করতে পারলেন না। কেন সেখান থেকে হিজরত করতে হলো? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটি ব্যাপারে সেখানে থেকে একই আল্লাহর হুকুম জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা সম্ভব হাচ্ছিল না। অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ছিল কুরআনবিরোধী। ফলে আল্লাহর দাসত্ব আল্লাহর-ই জন্য খাঁটি করে নেয়া যাচ্ছিল না, তাই তাঁকে হিজরত করতে হলো। অতঃপর তাঁকে এমন বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হলো যেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা যায়, আর

www.pathagar.com

আল্লাহর হুকুম মানতে গেলে যেন কোনো বিরোধী শক্তির পক্ষ হতে বাধার সৃষ্টি না হয়। এর জন্যই তিনি বিরামহীন সংগ্রাম করে এমন একটা খোদায়ী শাসনের রাষ্ট্র কায়েম করলেন যেখানে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো আর কোনো শক্তি ছিল না।

আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের ধারণা, আমরা আল্লাহর হুকুম ঠিক মানি। কিন্তু চিন্তা করে দেখেছি কি যে, মানতে পারি কি না। আমরা তো নামাযের বেলায় আল্লাহর আইন মেনে চলি, কিন্তু দুনিয়াদারী ব্যাপারে কার হুকুম মেনে চলি? যে কুরআনে আল্লাহ নামায-রোযার কথা বলেছেন সেই কুরআনেই তো চোরের হাত কাটার কথা, জেনার শাস্তি দোর্‌রা মারার কথা, ডাকাতি করলে এক পাশের হাত ও অন্য পাশের পা কেটে দেয়ার কথা বলা হয়েছে–তা কি আমরা করে থাকি বা এ ধরনের কোনো আইন কি দেশে আছে? নেই।

কেন নেই? নেই এই জন্য যে, খালেসভাবে কি করে আল্লাহর-ই হুকুম মেনে চলতে হবে তার চর্চা আমাদের দেশে নেই। এর জন্য দরকার ইসলামী হুকুমাত, যেখানে কুরআনের আইন মেনে চলবে। তবেই হবে সূরা ইখলাসের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেইসাথে এর উপর আমল করাও সম্ভব হবে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহবিরোধী আইন মানাও এক ধরনের পূজা। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের পূজা যে আমাদের সমাজে রয়েছে তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন। কাজেই এই সচেতনতার যুগে এটাকে ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে বিশেষ করে পীর পূজা আর মাজার পূজা এমনভাবে আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে যে, এর থেকে সমাজকে উদ্ধার করা খুবই মুশকিল। অবশ্য ২/১জন হকপন্থী পীর আছেন যারা পূজা চান না বরং বাতিল পীরদের সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করে থাকেন–আমি তাঁদের কথা বাদ দিয়েই বলছি। কিন্তু মাজার পূজাটা এমনভাবে সমাজে ঢুকেছে যে, যারা দেশের সর্বোচ্চ জ্ঞানী-গুণী তারা পর্যন্ত এ রোগে আক্রান্ত। আল্লাহ যদি খাস মেহেরবানীতে তাদের মনের মধ্যে প্রকৃত বুঝ দেন তবেই তাদের ফিরে আসা সম্ভব, নইলে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচা এবং নিজের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর-ই জন্য খাঁটি করে নেয়া খুবই কঠিন কাজ। আশা করি আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁর বান্দাহদেরকে সুবুদ্ধি দিবেন যেন আমরা আমাদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর-ই জন্য খাঁটি করে নিতে পারি।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত قُلْ (বলো) শব্দের ব্যাখ্যা শুনলাম। এবার শুনবো পরবর্তী কথাগুলির ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ – 'বলো, সেই আল্লাহ একক সত্তা'–এই কথার দ্বারা আল্লাহর যে কোনো অংশীদার হতে পারে না আল্লাহ তা বুঝিয়েছেন । মনে রাখা দরকার যে, وَاحِدٌ (ওয়াহিদ) অর্থ 'এক', কিন্তু اَحَدٌ (আহাদ) অর্থ এমন এক 'একক সত্তা' যাঁর কোনো অংশীদার কেউ হতে পারে না। যারা মনে করে ৩ আল্লাহ, যারা মনে করে ২ আল্লাহ, যারা মনে করে ৩৩ কোটি দেবতা, কিংবা আল্লাহকে যারা অন্যের সাথে অংশীদার বানায় তাদের প্রত্যেকের ভুল ধারণার অপনোদন করা হলো এই প্রথম আয়াত দ্বারা।

২. اَللّٰهُ الصَّمَدُ – 'আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।' যিনি সর্বগুণসম্পন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ যারা মনে করে এক আল্লাহর মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ কি করে ঘটতে পারে, যারা মনে করে এক আল্লাহ কি করে অন্যের সাহায্য ছাড়া এই বিশাল সৃষ্টিজগৎ একাই দেখাশোনা ও প্রতিপালন করতে পারেন, যারা মনে করে একই আল্লাহ কি করে এক সময় অত্যন্ত দয়ালু আবার অন্য সময় ভীষণ রুদ্র ও কঠোর হতে পারেন–এই ধরনের যত ধরনের ভুল ধারণা ছিল, তার সবই রদ করা হলো এই اَلصَّمَدُ (সামাদ) শব্দ দ্বারা।

اَلصَّمَدُ (মাখলুক) শব্দকে একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই। তবে পূর্বেই বলে নিচ্ছি مَخْلُوْق বা সৃষ্টবস্তুর গুণ দিয়ে خَالِقٌ (খালিক) বা সৃষ্টিকর্তার গুণ বুঝানো যায় না। কারণ যে গুণ خَالِقٌ (খালিক)-এর থাকে তা مَخْلُوْق (মাখলুক)-এর মধ্যে থাকতে পারে না। তবু কাছাকাছি একটা বুঝ সৃষ্টি হতে পারে এই আশায় একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

যেমন ইলেকট্রিসিটি এমন একটা শক্তি যা একাধারে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম অর্থাৎ একই শক্তি ফ্রিজে গিয়ে পানিকে বরফে পরিণত করছে আবার ঐ একই শক্তি হিটারের মাধ্যমে পানিকে এমন গরম করছে যাতে রান্না হয়ে যাচ্ছে। ঐ একই শক্তি কখনো আলো জ্বালায়, কখনো পাখা ঘোরায়, কখনো গাড়ি চালায়। তাকে সম্ভাব্য যে কাজে ব্যবহার করা যায় সেই কাজেই সে লাগে। অর্থাৎ শক্তি একটাই কিন্তু কাজ করে অনেক ধরনের। এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কাজ করে, যেমন ফ্রিজে যে কাজ করে হিটারে করে তার উলটা কাজ, আবার এয়ারকন্ডিশনারের মাধ্যমে শীতকালে ঘর গরম করে, গরমকালে ঘর ঠাণ্ডা করে। এটা যদি আল্লাহর বানানো একটা শক্তির মধ্যে থাকতে পারে

www.pathagar.com

তাহলে কি আল্লাহর মধ্যে এমন একক শক্তি থাকতে পারে না যা একসময়ে 'রাহমান' এবং 'রাহীম'-এর কাজ করবে আর অন্যসময় 'জাব্বার' ও 'কাহ্হার'-এর কাজ করবে। আল্লাহর সৃষ্টি একটা শক্তির মধ্যে যদি বহুমুখী কর্মক্ষমতা থাকতে পারে তাহলে কি খোদ আল্লাহর মধ্যে বহুমুখী গুণ থাকতে পারে না? অবশ্যই তা পারে। এই গুণসম্পন্ন একক ও একমাত্র সর্বোচ্চ শক্তিকে বলা হয় اَلصَّمَدُ (সামাদ)।

৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ থেকে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ এমন এক সত্তা যাঁর পক্ষে সন্তান হওয়া সম্ভব নয় এবং পিতা হওয়াও সম্ভব নয়। পিতা ও সন্তান হওয়ার জন্য যে প্রকৃতির হতে হয় সে প্রকৃতিটা হচ্ছে সৃষ্ট জীবের জন্য। সুতরাং সেই প্রকৃতি خَالِقْ (খালিক)-এর মধ্যে থাকতে পারে না। আর যদি থাকে তাহলে خَالِقْ (খালিক) এবং مَخْلُوْق (মাখলুক)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকে না। এ আয়াত দ্বারা তাদের ভুল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে –যারা মনে করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বা হযরত উজাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান। আর যারা মনে করে ফেরেশতাগণ আল্লাহর মেয়ে তাদেরও ভুল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এ আয়াতের মাধ্যমে।

৪. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ – 'আর তার সমকক্ষ কেউ নেই' এই কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে–বিশেষ করে যারা মনে করে 'মরিয়াম আল্লাহর স্ত্রী'–তারা কত বড় ভুল ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ যদি সীমাবদ্ধ দেহবিশিষ্ট কোনো পুরুষ সত্তা হতেন তবেই তার বিপরীতে স্ত্রী হওয়ার প্রশ্ন আসতো।

কিন্তু যাঁর কোনো দেহ নেই, যাঁর কোনো আকার–আকৃতি নেই, যাঁর কোনো পুরুষসূলভ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই তাঁর পক্ষে স্ত্রী গ্রহণ করা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। আর আল্লাহ হচ্ছেন খালিক (خَالِقْ)–যাঁর মধ্যে মাখলুকের কোনো প্রকৃতিই নেই–তাঁর স্ত্রী কেমন করে একজন সৃষ্ট মহিলা হতে পারেন?

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে–যেহেতু আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই তাই তাঁর স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা কারো মধ্যেই থাকতে পারে না। এর সাথে এটাও বুঝানো হয়েছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ এরা সবাই মানুষ। এদের জন্ম-মৃত্যু আছে, সুতরাং এরা আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। মোটকথা, এই জাতীয় যত ধরনের ভুল ধারণা ছিল সব ভুলের অপনোদন হয়ে গেল মাত্র এই ৪টা আয়াতের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

সূরা ইখলাসের পরিপূরক আয়াত হিসেবে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে খাঁটি করে নেয়ার জন্য আল-কুরআনের মধ্যে ২১টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেগুলি আমি এক এক করে তুলে ধরছি ঃ

(١) اِنَّآ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ *

১. আমি অবশ্যই তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সত্যসহকারে। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী করো দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খাঁটি করে নিয়ে। (সূরা যুমার ঃ ২)

(٣) اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ *

২. সাবধান! খাঁটি দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহর। (সূরা যুমার ঃ ৩)

(٢) قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ *

৩. হে নবী তাদেরকে বলো, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে আল্লাহর দ্বীনকে একমাত্র তারই জন্য খাঁটি করে নিয়ে আমি তারই বন্দেগী করবো। (সূরা যুমার ঃ ১১)

(٤) قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ *

৪. বলে দাও হে নবী! আমি তো নিজের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর-ই জন্য খাঁটি করে তারই বন্দেগী করবো। (সূরা যুমার ঃ ১৪)

(٥) وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

৫. এবং তাঁকেই ডাকো দ্বীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য খাঁটি করে নিয়ে। (সূরা আ'রাফ ঃ ২৯)

(٦) دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

৬. তারা সকলেই তাদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর-ই জন্য খাঁটি করে নিয়ে তাঁর-ই নিকট দোয়া করে। (সূরা ইউনুস ঃ ২২)

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সূরা 'ছোয়াদ'-এর ৪৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

(٧) اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔

৭. আমি তাদের একটি খাঁটি গুণের কারণে বিশেষ মর্যাদা দান করেছি। তা হচ্ছে পরকালের স্মরণ। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৪৬)

(٨) فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

৮. এই লোকেরাই যখন নৌকায় ভ্রমণ করে তখন তারা আল্লাহর দ্বীনকে তারই জন্য খাঁটি করে নিয়ে তাকেই ডাকে। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৫)

অর্থাৎ মানুষ যখন চরম বিপদে পড়ে যেমন নৌকা ভ্রমণে বের হয়ে ঝড়-তুফানে পড়ে জীবন সংকটাপন্ন হয় তখন কাকে ডাকে আর কার কাছে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করে তা সর্বজনবিদিত। এছাড়াও বড় রকমের ঝড়-তুফানের সময় বা বড় রকমের যেকোনো বিপদ-আপদে মানুষ সব ধরনের ছোট-খাট মাবুদদের কথা ভুলে যায়। তখন মনে হয় যেন এরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই চেনে না এবং মানে না।

কিন্তু বিপদ যখন কেটে যায় তখন মাঝি-মাল্লার প্রশংসা, সাহায্যকারী মানুষের প্রশংসা, হাল-দাঁড়ের প্রশংসা, পীর-দরবেশের প্রশংসা ইত্যাদি অনেক জিনিসের প্রশংসায় মেতে ওঠে। তখন খুব কম লোকই আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ করে। এই একটি ঘটনাকে উল্লেখ করে আল্লাহ আরো আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

(٩) وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

৯. আর যখন (নদী বা সমুদ্রে) বড় বড় ঢেউ তাদের ঢেকে ফেলে তখন তারা তাদের আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করে নিয়ে আল্লাহকেই ডাকে। (সূরা লুকমান ঃ ৩২)

(١٠) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ *

১০. অতএব তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে তাঁরই জন্য খাঁটি করে নিয়ে একমাত্র তাঁকেই ডাকো যদিও কাফেররা তা পছন্দ করবে না। (সূরা মু'মিন ঃ ১৪)

www.pathagar.com

(١١) هُوَ الْحَىُّ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

১১. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ্ নেই। তোমরা তোমাদের দ্বীনকে তারই জন্য খাঁটি করে নিয়ে তাকেই ডাকো। (সূরা মু'মিন ঃ ৬৪)

(١٢) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

১২. আর তাদেরকে এছাড়া আর কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে তারা একমাত্র আল্লারই ইবাদাত করবে, তাদের দ্বীনকে একমাত্র তারই জন্য খাঁটি করে নিয়ে একনিষ্ঠ ও একমুখী হবে। (সূরা বাইয়িনা ঃ ৫)

উপরিউক্ত আয়াতগুলি থেকে বুঝা গেল আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে কোনো ভেজাল থাকলে চলবে না।

অতঃপর যাদেরকে আল্লাহ খাঁটিভাবে একই আল্লাহর ইবাদাতকারী হিসেবে স্বীকার করেছেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তা এবার তুলে ধরছি ঃ

১. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন–

(١) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ *

১. অবশ্যই সে আমার একজন খাঁটি ইবাদাতকারী বান্দাহ্ ছিল (যার মধ্যে শিরকীর নামগন্ধও ছিল না)। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৪)

(٢) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ *

২. তোমার সেইসব বান্দাহ্ ছাড়া যাদেরকে তুমি তোমার-ই ইবাদাতের জন্য খাঁটি বান্দাহ্ করে নিয়েছো। (সূরা আল হিজর ঃ ৪০)

এখানে এই কথাটা হয়েছিল আল্লাহর সাথে শয়তানের। শয়তান আল্লাহকে বলেছিল যে, তুমি যাদেরকে একমাত্র তোমার-ই ইবাদাতের জন্য খাঁটি বান্দাহ্ করে নিয়েছো তাদের ছাড়া আর সবাইকে আমি বিভ্রান্ত করে ছাড়বো। এই বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচতে হলে সূরা ইখলাসের মূল তাৎপর্য বুঝতে হবে, নইলে শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচা যাবে না।

(٣) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ *

৩. একমাত্র তোমারই খাঁটি ইবাদাতকারী ছাড়া (আর সবাইকেই জাহান্নামী হতে হবে)। (সূরা আস-সাফ্ফাত ঃ ৪০)

www.pathagar.com

সুতরাং কিভাবে আল্লাহর খাঁটি ইবাদাতকারী হওয়া যাবে তা আমাদেরকে সূরা ইখলাসের মূল শিক্ষা থেকে জেনে নিতে হবে।

(٤) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ *

৪. একমাত্র খাঁটিভাবে তোমার-ই ইবাদাতকারী ছাড়া (সবাই জাহান্নামী)। (আস্-সাফ্ফাত ঃ ৭৪)

৫ ও ৬. একই সূরার ১২৮ ও ১৬০ নম্বর আয়াতে একই প্রসঙ্গে অনুরূপ ভাষায় একই কথা বলা হয়েছে।

৭. ঐ সূরার ১৬৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

(٧) لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ *

অর্থ ঃ হায়! যদি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দাহ্ হতাম।

উক্ত কথা বলে পরকালে আফসোস করতে হবে। সুতরাং আফসোস করার পূর্বেই সাবধান হওয়া উচিত।

৮. সূরা আল-হিজরের ৪০ নম্বর আয়াতের মতো একই ভাষায় সূরা ছোয়াদের ৮৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

(٨) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ *

অর্থ ঃ তোমার সেইসব বান্দাহ্ ছাড়া যাদেরকে তুমি তোমারই ইবাদাতের জন্য খাঁটি বান্দাহ্ করে নিয়েছো। অর্থাৎ তাদের ছাড়া আর সবাইকে আমি গোমরাহ করে ছাড়বো। বলেছে মরদূদ শয়তান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে।

এছাড়াও সূরা বাকারার ১৩৯ নম্বর আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে নমরূদের যে তর্ক হয়েছিল ঐ তর্কের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন ঃ

(٩) قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ج وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ج وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ * البقرة : ١٣٩

৯. নমরূদকে বলো (হে ইবরাহীম) তুমি কি আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক করতে চাও? প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও

www.pathagar.com

রব। আমাদের কাজ আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য (আর তোমরা জেনে রেখো), আমরা খাঁটিভাবে এক আল্লাহরই দাসত্ব করে থাকি।

خَلْصٌ মূল শব্দ থেকে উৎপত্তি হওয়া মোট ৩১টি শব্দ যা আল-কুরআনের ৩১টি আয়াতের মধ্যে এসেছে। তার মধ্যে ২১টি আয়াত-ই ইবাদাতকে খাঁটি করে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। যার এক পর্যায়ে ১২টি ও অন্য পর্যায়ে ৯টি মোট একুশটি আয়াত উপরে উল্লেখ করা হলো। এ আয়াতগুলি থেকে একটা কথাই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো যে, দুধে গো-চোনা মিশ্রিত হলে তা যেমন খাঁটি থাকে না তেমনি আল্লাহর ইবাদাত বা আনুগত্যের মধ্যে আর কারো ইবাদাত ও আনুগত্য সামিল হয়ে গেলে সে ইবাদাত আর খাঁটি থাকে না।

খাঁটি ইবাদাতের পূর্বশর্ত

খাঁটি ইবাদাতের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যভিত্তিক খেলাফত কায়েম থাকা। যাকে আরো সহজ করে বলা চলে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম থাকা। যা কায়েম করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রাম করা লেগেছিল। উদ্দেশ্য মাত্র একটাই যে, মুসলমানরা যেন আল্লাহর ইবাদাতকে তাঁরই জন্য খাঁটি করে নিতে পারে।

এখানে কিছু প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, যেখানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম নেই সেখানে কি খাঁটি ইবাদাত কেউ করে না বা করতে পারে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যে দেশটা সম্পূর্ণ অমুসলিম বা নাস্তিকের দেশ সেখানে থেকে কি ইবাদাত করা যাবে না?

এর সহজ উত্তর হচ্ছে এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়েছিল যে দেশে সে দেশে তো যখন খেলাফত কায়েম ছিল না তখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদাত করেছেন এবং খেলাফত কায়েমের পরিকল্পনা নিয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। সেখানে যেমন প্রথম থেকে শুরু করে চেষ্টা-সাধনা করে ইসলামী খেলাফত কায়েম করতে হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে অমুসলিম দেশে থেকেও চেষ্টা করতে হবে। আর চেষ্টা করতে করতে যদি তার মৃত্যুও হয়ে যায় তবু তাঁর পরকালীন জীবন সফল হবে এই জন্য যে, সে চেষ্টা তো করেছিল।

www.pathagar.com

এরপরও আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু সুবিধাজনক বিধান আছে। যেমন রোগী হলে অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেও চলে, দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে বা শুয়ে নামায আদায় করলেও চলে। ঠিক তেমনি গায়ের ইসলামী সমাজে যে যেটুকু ইবাদাত করবে তা যেন শির্কমুক্ত হয় এবং যেটুকু আল্লাহর হুকুম মানতে সমাজের আইন বাধার সৃষ্টি করে সেই বাধা দূর করার জন্য পরিকল্পিত পন্থায় চেষ্টায় লিপ্ত থাকতে হবে।

'ইবাদাত'-এর দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য

ইবাদাতের দু'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ ১. ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার হুকুম মোতাবিক হতে হবে এবং ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পন্থায় হতে হবে।

যে ইবাদাতের মধ্যে এই দু'টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া না যায় তার নাম 'ইবাদাত' নয় এবং তা কখনো আল্লাহর দরবারে ইবাদাত হিসাবে কবুল হবে না।

যেমন কোনো ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর থেকে যদি সারা রাত দুই দুই রাকয়াতের নিয়ত করে নফল নামায আদায় করতে থাকে, এভাবে নামায পড়তে পড়তে সূর্যোদয় হয়ে যায় তাহলে বাহ্যিকভাবে দেখা যাবে যে লোকটি সারা রাত নামায পড়লো। কিন্তু যদি ৩ রাকয়াত মাগরিবের ফরয, ৪ রাকয়াত এশার ফরয, ৩ রাকয়াত বিতরের ওয়াজিব এবং ফজরের ২ রাকয়াত ফরযের নিয়তে এবং মাঝে যা সুন্নাত নামায রয়েছে তা যদি সুন্নাতের নিয়ত করে আদায় না করে, তবে সারা রাত নামায পড়লেও তাতে ফায়দা হবে না বরং ৩ ওয়াক্ত নামায তরক করার গুনাহ্য় তাকে গুনাহগার হতে হবে। আর কেউ যদি আল্লাহর হুকুম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবিক মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করে সারা রাত আরামের সাথে ঘুমায় তাহলে তার নামায আদায় হবে এবং আরামের সাথে ঘুমটাও হবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে বা অন্য পন্থায় ইবাদাত করলে তা আল্লাহ মঞ্জুর করবেন না। এ কারণেই খ্রিস্টান, ইহুদী, হিন্দু এবং অন্যান্য জাতির ইবাদাত যেহেতু আল্লাহর হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো পন্থায় হয় না তাই আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। ঠিক তেমনি যদি কোনো

www.pathagar.com

মুসলমানের ইবাদাতও আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূল (সা)-এর শেখানো পন্থায় না হয় তবে সেই মুসলমানের ইবাদাতও কবুল হবে না। এর থেকে বুঝা গেল ইবাদাত কবুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলি জরুরি। যথা ঃ

১ম শর্ত ঃ খেলাফত – (যা কায়েম না থাকলে কায়েম করে নিতে হবে)।

২য় শর্ত ঃ আল্লাহর নির্দেশ (আল-কুরআন মোতাবেক হতে হবে)।

৩য় শর্ত ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি (তাঁর দেখানো পন্থায় হতে হবে, যা সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত)।

অবশ্য ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের বেলায় কুরআন আর হাদীস-ই শর্ত। যেমন হযরত মালিক বিন আনাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আন্হু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ ـ

অর্থ ঃ আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টি জিনিসকে শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত।

উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই ইজমা ও কিয়াসকে এর সাথে সামিল করিনি। যদিও মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইজমা-কিয়াসও আমাদের দলিল। কিন্তু যা যা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত তা আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকেই প্রমাণিত।

আশা করি সূরা ইখলাসের ওপর এখানে যা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো তার হাকীকত উপলব্ধি করে এবং আমাদের ঈমানী জীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে আমরা আমাদের ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহরই জন্য খাঁটি করে নিতে পারবো, ইনশাআল্লাহ!

আল-কুরআনে قل (বলো) শব্দ যে ৩৩২ বার এসেছে এবং তা কোন কোন সূরায় কত বার এসেছে তার বিশদ বিবরণ পুস্তিকার শেষ দিকে দেয়া হলো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিরক্

এতক্ষণ আমরা তাওহীদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভ করেছি, এবার আসুন শিরক্ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করি। একমাত্র শিরকের উপর আল-কুরআনে ১৬১টি এবং اَنْدَادًا (আনদাদান) বা আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী নামে মোট ৬টি আয়াত অর্থাৎ সর্বমোট ১৬৭টি আয়াত নাযিল হয়েছে। আমাদের পূর্ব আলোচনার সার সংক্ষেপ আল-কুরআনের সূরা আয্-যুমারের ৩ আয়াত থেকে নিতে পারি। যেখানে বলা হয়েছে–

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط অর্থাৎ সাবধান! খাঁটি দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহর-ই জন্য। যার মধ্যে ভেজালের লেশমাত্র নেই।

আর শিরকের সংক্ষেপ হচ্ছে আল-কুরআনের সূরা লুকমানের ১৩ নম্বর আয়াত ঃ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ *

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার কোর না, অবশ্যই শিরক্ (আল্লাহর অংশীদার বানানো) এক বড় ধরনের জুলুম।

অর্থাৎ যার চাইতে বড় জুলুম আর হতে পারে না। আমরা পূর্ব থেকেই জানি যে জুলুমের কোনো ক্ষমা নেই। আর যেটাকে আল্লাহ তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন সবচাইতে বড় জুলুম, তার যে কোনো ক্ষমা হতে পারে না এটা তো সাধারণ জ্ঞানের কথা। তবু এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ النساء : ٤٨

অর্থ ঃ শিরকের গুনাহ্ আল্লাহ অবশ্যই মাফ করবেন না, তা ছাড়া আর যত গুনাহ্ আছে তা সবই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলো সে এক সাংঘাতিক অপরাধ সংঘটন করলো।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৪৮)

www.pathagar.com

এটা এমন-ই পাপ যাকে আল্লাহ বলেছেন إِثْمًا عَظِيْمًا (ইছমান আজীমান) বা মহাপাপ। এখানে লক্ষণীয় যে, যে عَظِيْم (আজীম) বা 'মহান' শব্দটা আল্লাহর শানে ব্যবহার করা হয় সেই মহান শব্দটা যদি তার উল্টা দিকে ব্যবহার হয় তার অর্থটা কি হয়?

অর্থাৎ অন্যকিছুর তুলনায় আল্লাহ যে পরিমাণ মহান ঠিক তদ্রূপ অন্যসব গুনাহের তুলনায় শিরকের গুনাহ সেই পরিমাণ ভয়ানক।

শিরকের গুনাহকে যে যে নজরেই দেখুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এ গুনাহের উপরে আর কোনো গুনাহ নেই। এর ধরন সম্পর্কে কয়েকটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন আপনি একজন স্বামী। আপনার স্ত্রীর মধ্যে বেশ কতগুলি দোষত্রুটি আপনার চোখে ধরা পড়লো। তার একটা দোষ হলো সে অন্যের সাথে প্রেম করে। সে রাতে তার নয়া প্রেমিকের ঘরে থাকে আর দিনের বেলা এসে আপনার সংসারের কাজ করে। বলুন তার এ অপরাধ কি আপনি ক্ষমা করবেন? আপনি তখন কি বলবেন?

আপনি অবশ্যই বলবেন, তার সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু একটা অপরাধ ক্ষমা করতে পারবো না, তাহলো অন্যের সাথে প্রেম করা।

এখন বলুন অন্যের সাথে অল্প প্রেম বা বেশি প্রেম কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে বা ২/১ জনের সাথে প্রেম করার মধ্যে কি অপরাধের পরিমাণ কম বা বেশি ধরবেন? তা অবশ্যই ধরবেন না।

ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ বলেছেন, তিনি সব অপরাধ-ই ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর উলুহিয়াত, রবুবিয়াত ও মিলকিয়াতে যে অন্যকে শরীক করে তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না।

পূর্বেই বলা হয়েছে এক মণ দুধের মধ্যে যেমন এক ফোঁটা গো-চোনা মিশলে তা আর হালাল থাকে না ঠিক তদ্রূপই আল্লাহর খালেস ইবাদাতের মধ্যে যদি অন্য কোনো কিছুকে বিন্দুমাত্রও সামিল করা হয় তবে তা আর খালেস ইবাদাত থাকে না, শিরক্ মিশ্রিত হয়ে যায়।

লক্ষ্য করুন আরও কয়েকটি আয়াতের দিকে। এসব আয়াত থেকে শেরেকী সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * اَلْبَقَرَةُ : ٢٢

www.pathagar.com

অর্থ ঃ সুতরাং তোমরা সবকিছু জেনে-শুনে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিও না।
(আল-বাকারা ঃ ২২)

'প্রতিদ্বন্দ্বী' শব্দটির অর্থ আমাদের অনেকেরই জানা, তবু এর একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছি। ধরুন, দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দু'জন প্রার্থী হলেন, তারা হলেন একজন অন্যজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন বললেন, রাজ্য শাসনে আমিই সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি। অন্যজন বললেন, অমুক নয়, বরং আমিই সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

আল্লাহর ব্যাপারে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বানানোর অর্থ হলো আল্লাহকে যেমন রিজিকদাতা, পালনকর্তা ইত্যাদি হিসেবে মানা হয় তেমনি আরেক জনকেও রিজিকদাতা, পালনকর্তা ইত্যাদি হিসেবে আল্লাহর মতো গুণসম্পন্ন বানিয়ে নেয়া।

এখানে অনেকে বলবেন, আমরা তো রিজিকদাতা ও পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহকে যেমন মানি তেমনি আর কাউকে মানি না।

কিন্তু যিনিই রিজিকদাতা তিনিই আইনদাতা ও শাসনকর্তা। সুতরাং কাউকে 'আইনদাতা' ও 'শাসনকর্তা' হিসেবে মানলেও তাকে আল্লাহর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বানানো হয়, আর আমরা তা বানাই। সেহেতু আল্লাহ বলেছেন–'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে বানিয়ে নিও না।' ঐ একই সূরার ১৬৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ *

অর্থ ঃ আল্লাহর একত্ব প্রমাণকারী বহু সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে। আর তারা তাদেরকে এইরূপ ভালোবাসে যেমন ভালোবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকেই। অথচ প্রকৃত ঈমানদারগণ একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসে।

সূরা ইবরাহীমের ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ *

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহর কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে যেন তারা লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে পথ ভুলিয়ে দিতে পারে। তাদেরকে বলো, (দুনিয়ার) মজা খুব লুটে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদের জাহান্নামেই ফিরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

সূরা সাবার ৩৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ أَنْدَادًا ط وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ط

অর্থ ঃ যখন তোমরা আমাদের নিকট বলতেছিলে যে, আমরা আল্লাহকে অমান্য করবো এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবো, শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরাই যখন আযাব দেখতে পাবে তখন আফসোস করতে থাকবে।

সূরা যুমারের ৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ق إِنَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ *

অর্থ ঃ আর সে অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নেয় যেন সে লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরাতে পারে বা গোমরাহ করতে পারে। হে নবী! আপনি তাদের বলুন, যত পারো ভোগ করে নাও, তবে তা খুবই অল্প দিন। শেষ পর্যন্ত তুমি অবশ্যই আগুনের বাসিন্দা হবে।

সূরা হামীম্ আস-সাজদার ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ أَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থ ঃ হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন বা জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি তার (আল্লাহর) সাথে কুফরী করতেছো এবং তার সমকক্ষ অন্যদেরকে বানাচ্ছো যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো সমস্ত জগদ্বাসীর রব।

উল্লেখ্য, এখানে দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি ও বাকি চার দিনে অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করে মোট ছয় দিনে সমস্ত সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করার কথা পরবর্তী আয়াতগুলিতে রয়েছে।

আল-কুরআনের এই ছয় স্থানে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ বানানোর কথা আল্লাহ বলেছেন। বলেছেন এই জন্য যে, মানুষ তা করে। আর 'আন্‌দাদান্' শব্দের ব্যাখ্যা যেহেতু প্রথম আয়াতে দেয়া হয়েছে তাই অন্য আয়াতগুলিতে শুধু অনুবাদ দেয়া হলো। যার থেকে বুঝতে কারো পক্ষেই কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ ছাড়া আল-কুরআনের আরও ১৬১টি আয়াতে আল্লাহ শিরক্ সম্পর্কে লোকদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। এখানে শিরকের ব্যাপারে সবগুলি আয়াত না এনে এমন কিছু আয়াত আনা হয়েছে (যা নিম্নে পাবেন) যার থেকে শিরক্ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বুঝটা স্পষ্ট হতে পারে।

www.pathagar.com

মুশরিক চেনার সহজ পদ্ধতি

আমরা সাধারণতঃ মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতির লোকদেরকে 'মুশরিক' বলে থাকি। কিন্তু ঈমানদার লোকদের মধ্যেও যে মুশরিক আছে তা আমি সর্বপ্রথম যে আয়াত থেকে বুঝতে পেরেছি সেই আয়াতটাই প্রথম উল্লেখ করছি। তা হচ্ছে সূরা ইউসুফের ১০৬ নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলেছেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ *

অর্থ ঃ এদের অধিকাংশ লোকই আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু এমনভাবে বিশ্বাস করে যে তার সাথে অন্যকেও শরীক করে।

এর থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, যারা ঈমান এনেছে বা আল্লাহকে 'আল্লাহ' বলে বিশ্বাস করেছে তাদের মধ্যেও 'মুশরিক' বা আল্লাহর সাথে অন্যকেও শরীক করার মতো লোক রয়েছে। এ কথাটা কুরআনের উদ্ধৃতি ছাড়া একটি মুসলমানও মানতে চাইবে না যে, মুসলমান আবার 'মুশরিক' হতে পারে? কিন্তু আমরা এটা স্পষ্টই জানি যে, শিরক্ প্রধানতঃ দুই ধরনের। যথা ঃ ১. শিরকে জলি বা প্রকাশ্য শিরক এবং ২. শিরকে খফি বা গোপন শিরক্। এই গোপন শিরক্‌টাই রয়েছে মুসলমাদের মধ্যে যা চেনার জন্য আল্লাহ তাঁর নিজের ভাষায় যা বলেছেন এখানে তাই উল্লেখ করছি। আমরা নিজের ভাষায় কিছুই বলতে চাইনি, কারণ কথাগুলি আল্লাহ তাঁর নিজের ভাষায় খুবই কড়া করে বলেছেন। বলেছেন লোকদের সাবধান হওয়ার ও সৎপথে ফিরে আসার জন্য। এবার শুনুন আল্লাহর ভাষায় মুশরিকদের আসল পরিচয় ।

সূরা তাওবার ৩৩ নম্বর ও সূরা সফ-এর ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ *

অর্থ ঃ তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি অন্যান্য (অসত্য) দ্বীনের উপর সত্য দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন যদিও তা মুশরিকরা সহ্য করতে চাইবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তা যাদেরই নিকট অসহ্য হবে এবং যারাই তা পছন্দ করবে না তাদেরকেই ধরে

www.pathagar.com

নিতে হবে 'মুশরিক'। কারণ তারা 'দ্বীনে হক' যখন চায় না তখন একটা কিছু চায় তো। যা চায় তা কি? তা অবশ্যই দ্বীনে হকের বাইরের কোনো কিছু। আর দ্বীনে হকের বাইরের সব জীবনব্যবস্থাই কাফের ও মুশরিকদের তৈরি। সুতরাং আমরা যাদেরকেই দেখবো দ্বীনে হকের প্রতিষ্ঠা চায় না সে 'কে' বা 'কারা' তা দেখার কোনো দরকার নেই। তার জন্ম হয়েছে কার ঘরে, কার ঔরসে সেটাও দেখার কোনো বিষয়বস্তু নয়। দেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে সে 'দ্বীনে হক' সমাজে পূর্ণাঙ্গ কায়েম হোক এটা চায় না। ব্যাস! এইটুকুই দেখার বিষয়। এতে মুসলমান নামধারীদেরকেও এ দলে দেখা যাবে। এ কারণেই সূরা ইউসুফের ১০৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, অধিকাংশ লোক এমন অবস্থায় ঈমান আনে যে তার সাথে শিরক্‌ও থাকে অর্থাৎ মুশরিক থেকেই তারা ঈমান আনার দাবি করে।

এখানে প্রশ্ন, এই নামধারী মুসলমানদের সাথে প্রকৃত মুসলমানদের আচরণ কেমন হতে হবে। এবার কুরআন থেকে সেই কথাই বলতে চাচ্ছি। দেখুন আমার একটি কথাও আল-কুরআনের দলিল ছাড়া নয় এবং আমার মনগড়া কথাও নয়। আল্লাহ কোনো জাতির নাম উল্লেখ না করে তাদের কার্যকলাপের নাম উল্লেখ করেই কথা বলেছেন। লক্ষ্য করুন সূরা তাওবার ২৯ নম্বর আয়াতের দিকে। এ আয়াত নাযিল হয় তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে। আর সূরা তাওবার প্রথম থেকে ২৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সে বছরের হাজীদের পড়ে শোনানোর জন্য হযরত আলী (রা)-কে হজ্জের মাঠে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতে বলা হয়েছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ *

অর্থ ঃ যুদ্ধ করো আহলে কিতাবদের সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহকে এবং পরকালকে মানে না (অর্থাৎ দেখা বিশ্বাসের মতো বিশ্বাস করে না), আর আল্লাহ এবং রাসূল যা হারাম করেছেন তা তারা নিজেদের জন্য হারাম করে না (বা তার থেকে বিরত থাকে না) এবং আল্লাহ যে দ্বীনে হক দিয়েছেন তা তাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করে না। (যুদ্ধ করো) ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা 'জিযিয়া কর' নিজ হাতে দিতে রাজি হয় এবং অধীনতা স্বীকার করে।

এরপরও কি বুঝতে বাকি থাকে? না আল্লাহর কোনো কথা এখানে অস্পষ্ট আছে যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন? আমি মনে করি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে

www.pathagar.com

হোক না সে আহলে কিতাব বা আল্লাহর আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যদি সে দ্বীনে হককে নিজের জন্য গ্রহণ না করে এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ত্যাগ না করে।

এখন প্রশ্ন, কতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকবো? সূরা আনফালের ৩৯ নম্বর আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ *

অর্থ ঃ আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো (হে ঈমানদার লোকেরা) যতক্ষণ না (তাদের সৃষ্ট) ফেতনা দূর হয় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর-ই জন্য (কায়েম) হয়।

এটাও আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম যার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। এরপর সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ *

অর্থ ঃ তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো সকলে (অর্থাৎ ঈমানদারদের সব গোষ্ঠী একত্রে) মিলে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের (বেঈমানদের সব দল) একত্রে মিলে। আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন।

এখন প্রশ্ন, কেন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হলো? বলা হলো এই জন্য যে, ওরা যেমন জাহান্নামের পথে চলতে চায় তেমনি সমাজের প্রত্যেককেই তারা জাহান্নামের পথে চালাতে চায়। তাই সমাজকে জাহান্নামের দিক থেকে ফেরানোর জন্য ঈমানদারদের উপর আল্লাহ যুদ্ধ করার হুকুম দিয়ে দিলেন। এই ধরনের অনেক আয়াতই আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নাযিল হয়েছে যা প্রায়ই সমার্থবোধক। তাই বুঝার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আশা করি ততটুকু বলা হয়েছে। আল্লাহ যাদের জ্ঞান দান করেছেন তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত যে, ট্রেন যেমন মোটর গাড়ি চলার রাস্তায় চলতে পারে না, তাকে চলতে হয় তার উপযোগী রাস্তা দিয়ে ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামও কুফরী সমাজব্যবস্থায় চলতে পারে না। তাকে চলতে হবে খালেস বা নির্ভেজাল তাওহিদী সমাজব্যবস্থার পথ ধরে। এতটুকু সহজ সরল বুঝ যাদের মাথায় ধরবে না তাদের জন্য আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ!

www.pathagar.com

আল-কুরআনে قُلْ (বলো) শব্দের ব্যবহারের তালিকা

ক্রমিক নং	সূরার নাম	কতটি আয়াতে আছে
০১.	আল-বাকারা	১৮
০২.	আলে ইমরান	২৩
০৩.	আন-নিসা	০৫
০৪.	আল-মায়েদা	০৯
০৫.	আল-আনআম	৪৪
০৬.	আল-আ'রাফ	১১
০৭.	আনফাল	০৩
০৮.	আত-তাওবা	১২
০৯.	ইউনুস	২৪
১০.	হুদ	০৩
১১.	ইউসুফ	০১
১২.	আর-রা'দ	১০
১৩.	ইবরহীম	০২
১৪.	আল-হিজর	০১
১৫.	আন-নাহল	০১
১৬.	বনী ইসরাঈল	২১
১৭.	আল-কাহাফ	০৮
১৮.	মরিয়াম	০১
১৯.	তা-হা	০৩
২০.	আল-আম্বিয়া	০৫
২১.	আল-হজ্জ	০৩
২২.	আল-মু'মিনুন	১৫
২৩.	আন-নূর	০৪
২৪.	আল-ফোরকান	০৪
২৫.	আশ-শুয়ারা	০১
২৬.	আন-নাহল	০৭
২৭.	আল-কাসাস	০৪
২৮.	আল-আনকাবুত	০৪
২৯.	আর-রূম	০১
৩০.	লুকমান	০১
৩১.	আস-সাজদা	০২

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	সূরার নাম	কতটি আয়াতে আছে
৩২.	আল-আহযাব	০৫
৩৩.	সাবা	১৫
৩৪.	ফাতির	০১
৩৫.	ইয়াসীন	০১
৩৬.	আস-সাফ্‌ফাত	০১
৩৭.	ছোয়াদ	০৩
৩৮.	আয-যুমার	১৫
৩৯.	আল-মু'মিন	০১
৪০.	হা-মীম আস-সাজদা	০৫
৪১.	আশ-শূরা	০২
৪২.	আয-যুখরুফ	০২
৪৩.	আল-জাসিয়া	০২
৪৪.	আল-আহকাফ	০৪
৪৫.	আল-ফাতহ	০৩
৪৬.	আল-হুজুরাত	০৩
৪৭.	আত্-তুর	০১
৪৮.	আল-ওয়াকিয়াহ	০১
৪৯.	আল-জুমুআ	০৩
৫০.	আত-তাগাবুন	০১
৫১.	আল-মুল্‌ক	০৬
৫২.	আল-জিন	০৫
৫৩.	আন-নাযিয়াত	০১
৫৪.	আল-কাফেরূন	০১
৫৫.	আল-ইখলাস	০১
৫৬.	আল-ফালাক	০১
৫৭.	আন-নাস	০১

মোট ৩৩২টি আয়াতে قُلْ (বলো) শব্দ এসেছে। এর প্রত্যেকটি قُلْ শব্দের সাথে রয়েছে ৭টি প্রশ্ন যার ৩টি প্রশ্নের উত্তর সর্বক্ষণ একই আর বাকি প্রশ্নগুলির উত্তর স্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের। ❐

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সূরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫